

📖 রমায়ানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দশম অধ্যায় - রমায়ানে যে যে কাজ করা রোযাদারের কর্তব্য

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

তারাবীহর জামাআতে এশার নামায

তারাবীহর নামাযের জামাআত চলাকালে কেউ এশার নামায না পড়া অবস্থায় মসজিদে এলে তার জন্য একাকী বা পৃথক জামাআত করে এশার নামায পড়া বৈধ নয়। বরং তার উচিত হল, এশার নিয়তে জামাআতে शामिल হওয়া। অতঃপর ইমাম সালাম ফিরে দিলে এশার বাকী নামায একাকী পড়ে নেওয়া। তারপর এশার পর ২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদার নিয়তে ইমামের সাথে ২ রাকআত পড়া। তারপর তারাবীহর নিয়তে বাকী নামায পড়া।

এ ক্ষেত্রে ইমাম-মুজাদীর নিয়ত ভিন্ন হলেও কোন ক্ষতি নেই। যেহেতু নফল নামাযীর পশ্চাতে ফরয নামায পড়া বৈধ। [1] সাহাবী মুআয বিন জাবাল (রাঃ) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এশার নামায পড়তেন। অতঃপর তিনি ফিরে গিয়ে নিজের জামাআতের (ঐ নামাযেরই) ইমামতি করতেন। [2] ফরয পড়ে নেওয়ার পর মুআযের সে নামায ছিল নফল। পরন্তু আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর এ কাজে কোন আপত্তি প্রকাশ করেননি। অতএব বুঝা গেল যে, নফল নামাযীর পশ্চাতে ফরয নামায পড়া বৈধ।

এ ছাড়া স্বালাতে খাওফে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একদলকে নিয়ে ২ রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরেছেন। অতঃপর আর একদলকে নিয়ে তিনি ২ রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরেছেন। [3] উভয় নামাযের মধ্যে তাঁর প্রথম নামাযটি ছিল ফরয এবং দ্বিতীয়টি নফল; আর তাঁর পশ্চাতের লোকদের সে নামায ছিল ফরয।

ফুটনোট

[1] (সালাতুল-লাইলি অত্-তারাবীহ, ইবনে বায ৪৪-৪৫পৃঃ, আশশারহুল মুমতে' ৪/৯১)

[2] (বুখারী ৭০০, মুসলিম ৪৬৫, বাইহাকী ৩/৮৬, দারাকুত্নী, সুনান ১০৬২নং)

[3] (সহীহ আবু দাউদ ১১১২নং)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4116>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন